কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

সেরা হাসির গল্প গোপাল ভাঁড়

কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

গোপাল
ভাঁড়

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

সেরা হাসির গল্প
গোপাল ভাঁড়

সংকলন ও গ্রন্থনির্মাণ
কবি প্রকাশনী সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/4 আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪০০ টাকা

Sera Hasir Golpa by Gopal Bhanr Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: September 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-28-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শুরুর কথা

গোপাল ভাঁড় আসলে কে ছিলেন, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তাঁর আসল পরিচয় নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে কিছু মতভেদও প্রবল। কিন্তু তাঁর নামে প্রচলিত গল্পগুলো জীবনে একবার হলেও শোনেননি বা পড়েননি এমন মানুষ বাঙালিদের মধ্যে নেই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তাঁর গল্প পড়ে আনন্দ পাচ্ছে। ধারণা করা হয়, তিনি নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার একজন সভাসদ ছিলেন। তাঁর ধারালো বুলি, উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রবল হাস্যরসের জন্য তিনি সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

গোপাল ভাঁড়ের জন্ম কোথায় এবং কবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, তিনি অষ্টাদশ শতকে নদিয়া অঞ্চলে বাস করতেন। তিনি গরিব পরিবারের সন্তান হলেও নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে রাজসভায় ঠাঁই পান। কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান বের করা এবং হাস্যরসের মাধ্যমে সত্য কথা তুলে ধরা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আরও অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু গোপাল ভাঁড় তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। অনেক সময় রাজা নিজেও কোনো

সমস্যার সমাধান করতে না পারলে গোপাল ভাঁড়কে ডাকতেন। তিনি অল্প সময়েই এমন বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান দিতেন, যা সবাইকে অবাক করে দিত।

গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলো ছোটদের কাছে তো বটেই, বড়দের মধ্যেও খুব জনপ্রিয়। তাঁর প্রতিটি গল্পে থাকে মজার ঘটনা, বুদ্ধির পরিচয় এবং চিরায়ত নৈতিক বার্তা। তিনি কখনো লোভী মানুষকে উচিত জবাব দিয়েছেন, কখনো অহংকারী ব্যক্তির ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, আবার সর্বশক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদও করেছেন। তাঁর গল্পে রঙ্গরসের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল্যবান শিক্ষাও লুকিয়ে থাকে।

গোপাল ভাঁড়ের গল্পের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো সহজেই বোঝা যায়। তাই ছোটরা তাঁর গল্প পড়ে যারপরনাই আনন্দ পায়। তাঁর গল্পগুলো শুধু বিনোদনের উপাদান নয়, জীবনকে বুঝবার বেলাতেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গোপাল ভাঁড়ের হাসির গল্পগুলো আমাদের শেখায় যে শুধু বইয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, জীবনে সফল হতে হলে উপস্থিত বুদ্ধি, সততা, সাহস এবং সৎ চিন্তাভাবনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাস্যরসের মাধ্যমেও যে সত্য কথা বলা যায় এবং সমাজের নানা অসংগতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়—তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন এই গল্পগুলো। তাই গোপাল ভাঁড়ের হাসির গল্পগুলো নিছক বিনোদনের জিনিস নয়, বরং বাংলা রসসাহিত্যের ধারার এক অসামান্য নিদর্শনও বটে। গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমাদের যেমন পেটফাটা হাসি ও অনাবিল আনন্দ উপহার দেয়, তেমনি চিন্তার খোরাকও জোগায়।

এ বইতে সংকলিত গোপাল ভাঁড়ের কতক হাসির গল্প একালের কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গল্পের ভাষাকে যতটা সম্ভব সহজ-সাবলীল এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী করা হয়েছে। কোথাও অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বিবরণ বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও উপস্থাপনায় সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে—যাতে গল্পগুলো পড়ার আনন্দ আরও সহজে উপভোগ করা যায়। বলে রাখা ভালো, অল্পবয়সীদের উপযোগী নয় এমন অনেক গল্প গোপাল

ভাঁড়ের নামে প্রচলিত থাকলেও আমরা সেগুলোকে সচেতনভাবেই বাদ দিয়েছি।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুধু বিনোদনের জন্য নয়। উপস্থিত বুদ্ধি অনেক সময় যে পুথিগত বিদ্যার চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে, তা গোপাল ভাঁড়ের কাহিনি থেকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য কথা সবসময় কঠিন ভাষায় বলতে হয় না, বরং কখনো কখনো অট্টহাসিই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ—এই শিক্ষাও গোপাল ভাঁড়ের কাছ থেকে আমরা পাই। সম্ভবত এ কারণেই এতদিন পরেও গোপাল ভাঁড় বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক আপন এবং সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্রগুলোর একজন হয়ে আছেন।

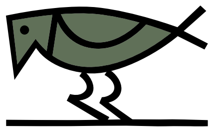

সূচিপত্র

লাখ টাকা কামাবার সহজ উপায়	২৩
হুঁশ থাকলে তো দেখবেন	২৪
বুদ্ধির ঢেঁকি	২৫
আবার কবে আলুর গুদাম পুড়বে	২৬
বিনা পয়সার আলু	২৭
আলো জ্বেলে দেখলেই পারো	২৯
ইলিশ মাছ সমাচার	৩০
অসভ্য বাঁদর	৩৩
কাকপক্ষীতে টের পাবে না	৩৪
গরু হারালে এমনিই হয়, মা	৩৫
কান টানলেই মাথা আসে	৩৬
গোপালের শ্রাদ্ধ	৩৭
দু-দুটো চাকরি	৩৮
কাব্যের রস	৩৯
আমার নাম মাছি	৪০
চোরকে জব্দ	৪১

কোন হাতিটা?	৪৩
ঘুমের সময় চশমা চাই	৪৪
কে বেশি পেটুক	৪৫
টাকাটা ফেরত দাও	৪৬
ঠিক আমার বলদের মতোই	৪৭
ঈশ্বরের নিজের ভাগ	৪৮
তাতে তোমার কী?	৪৯
গোপাল যখন মোড়ল	৫০
ভাষা দিয়ে যায় চেনা	৫১
পাওনা টাকা পরিশোধ	৫৩
রামনাম	৫৫
গাধা বনাম মানুষ	৫৬
গান গাইতে এসেছি	৫৭
পাঠশালা কামাই	৫৮
বাবার নাম	৫৯
ঘোড়া পিটিয়ে গাধা	৬০
কানামাছি খেলা	৬১
গোপাল করল ন্যায়বিচার	৬৩
পেছন পেছন	৬৫
ভাইপোর ভাবনা	৬৬
এরপর তোমার পালা	৬৭
বিদ্যার জাহাজ	৬৮
তামাক আর গাধা	৬৯
ঘটি যেন না ভাঙে	৭০
ধরে আনতে বেঁধে আনা	৭১
ভূত বনাম বৈদ্য	৭৩
ঘ্রাণেন অর্দ্ধ-ভোজনং	৭৪
চিঠি লেখার বিড়ম্বনা	৭৫
একই মালের দুবার চালান	৭৬

অসুখ সেরে গেছে হুজুর	৭৭
গা চাটাচাটির ব্যাপার	৭৮
চচ্চড়ি ডাকলেই পারতেন	৮১
ইজারাদার গোপাল	৮২
গোল না চৌকো	৮৪
গোপালের উচিত বিচার	৮৫
মোসাহেব নির্বাচন	৮৬
পঞ্চাশ পয়সার গল্প	৮৮
তিল থেকে তাল	৮৯
গর্তের মাটি	৯০
প্রাণের চেয়ে টাকা বড়	৯১
ইঁদুর নয়, ছুঁচো	৯২
গোপালের ঘোড়া	৯৩
ঘোড়া নিরুদ্দেশ	৯৪
গোপালের ভাড়া বাড়ি	৯৫
গোপালের কৃষ্ণপ্রাপ্তি	৯৬
পণ্ডিতমশাই বনাম গোপাল	৯৮
লাউ চিংড়ি	১০০
জামাটা পড়ে গিয়েছিল	১০৩
গোপাল কেন দাড়ি কামায় না	১০৪
কোন গাঁয়ের লোক	১০৫
গোপালের গায়ের বল	১০৬
মোহরের বস্তা	১০৭
ভদ্রলোকের এক কথা	১০৮
গোপালের আজব দোকান	১০৯
কবিতা লিখে অর্থলাভ	১১০
অতিথি-সৎকার	১১২
পাঞ্জাবির মাপ	১১৩
টাকা দেবে গৌরী সেন	১১৫

কে বেশি অপয়া ১১৭
ধনী হবার সহজ উপায় ১১৯
চোরের কারণে ডাকাত জব্দ ১২০
মহারাজের গোপন কথা ১২২
গোপাল ভাঁড়ের ফারসি শেখা ১২৩
ঠাট্টা বোঝো না ১২৪

পরিশিষ্ট
গোপাল ভাঁড়ের জীবতত্ত্ব ১২৫

গোপাল ভাঁড়

হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় অষ্টাদশ শতকে বাংলার নদিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গরিব পরিবারের সন্তান হলেও নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ঠাঁই পান।

গোপাল ভাঁড় তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও হাস্যরস দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। অনেক সময় রাজা নিজেও কোনো সমস্যার সমাধান করতে না পারলে গোপাল ভাঁড়কে ডাকতেন।

লাখ টাকা কামাবার সহজ উপায়

গোপাল ভাঁড়ের এক বন্ধু একদিন গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার আয়-রোজগার কী রকম হলো হে? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে তো বেশ কয়েক মাস ধরেই যাচ্ছ। ইনকাম ভালো হচ্ছে তো?’

গোপাল বলল, ‘সে আর বলতে! মহারাজের কৃপায় ছয় মাসে লাখ টাকা রোজগার করেছি।’

বন্ধু হকচকিয়ে গেল একেবারে। ‘তাই নাকি? এ তো বিস্ময়কর ব্যাপার! মাত্র ছয় মাসে পুরো লাখ টাকা!’

গোপাল বলল, ‘থাক থাক বাপু, এত অবাক হতে নেই। আশা তো অন্যরকম ছিল। লাখ টাকা ব্যাপারটা আসলে কী শুনতে চাও? তাহলে শোনো। প্রথম মাসে মহারাজের কাছে চালাকি করে এক টাকা আদায় করেছিলাম। তারপর এই পাঁচ মাসে শূন্য পাচ্ছি। একের পিঠে পাঁচ শূন্য—অর্থাৎ লাখ টাকা হলো না? তুমি যদি নিজের রোজগার বাড়াতে চাও তো আমার পথ ধরতে পারো!’

হুঁশ থাকলে তো দেখবেন

গোপালের একবার পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল। সেজন্য গোপাল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রাজসভায় ঢুকতেই মহারাজ বললেন, 'গোপাল, কখন যে তুমি পরের বাগানে ঢুকে চুরি করতে গিয়ে ঠ্যাঙ ভাঙলে, আমি মোটেই টের পেলাম না।'

গোপাল মুচকি হেসে বলল, 'হুজুর, আপনিও আমার সঙ্গে সেই পেয়ারা বাগানে ঢুকেছিলেন। কিন্তু আপনি গাছে ওঠেননি বলে মোটেই টের পাননি। আপনি তখন তলায় পেয়ারা গুনছিলেন। আপনি অগুনতি পেয়ারা দেখে মশগুল ছিলেন গোনায়—এজন্য আমি যে পড়ে গিয়ে ঠ্যাং ভাঙলাম তা দেখতে পাননি, আপনি টের পেলেন আজ। হুঁশ থাকলে তো দেখবেন।'

বুদ্ধির ঢেঁকি

একদিন গোপাল ও কয়েকজন লোক একটা নৌকা করে নদী পার হচ্ছিল। প্রায় সকল যাত্রীর কাছেই ওজনদার মালপত্র থাকায় অতিরিক্ত ভারের চোটে মাঝপথেই নৌকাটার প্রায় ডুবে যাবার দশা। মাঝে মাঝে কাত হয়ে নৌকায় জলও ঢুকছিল।

তাই দেখে গোপাল তার বড় বস্তাটা মাথায় তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাকি যাত্রীরা তো অবাক! তারা জিজ্ঞাসা করল, সে মাথার ওপর নিজের জিনিসপত্র তুলে দাঁড়িয়েছে কেন?

গোপালের তরিৎ জবাব—সকলে নৌকা থেকে যার যার মাল তার তার মাথায় তুলে নিলে নৌকাটার ওপর ওজনের চাপ কমে যাবে। ফলে সে আর জলে ডুবে যাবে না। আমাদের জানও বাঁচবে। আমি কি কম বুদ্ধিমান!